প্রোফাইল

মোহাম্মদ আবদুল মাননান পটুয়াখালীর বাউফলে ১৯৬১ সালে এক-সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাউফল উপজেলার নাজিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল বিএম কলেজ এবং বাউফল কলেজে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে লেখাপড়া করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা করেছেন। ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে MATT-Stage-2-এ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

৭ম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৮ সালে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। এর পূর্বে ব্যাংকেও কাজ করেছেন। তিনি সহকারী কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার(ভূমি), আরডিসি, এলএও পদে দিনাজপুর, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জে কাজ করেছেন। সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ইউএনও, টাঙ্গাইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসক ছিলেন।

উপসচিব ও যুগ্মসচিব পদে সমাজকল্যাণ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং পরিচালক পদে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রকৌশল শিক্ষা অধিদপ্তরে কাজ করেছেন। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্পে প্রকল্প-পরিচালক এবং ইউএনডিপিতে National Consultant for e-office হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অধিকন্তু, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেছেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব পদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ১২ জুলাই ২০১৬ থেকে ১১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্টে প্রথম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব মাননান ১১ মার্চ ২০১৮-এ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব পদে যোগদান করছেন।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও তিনি দেশে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রশাসন, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা ও আপিল, সিনিয়র স্টাফ কোর্স, পিপিএমসি, হিউম্যান রিসোর্স ডেভলোপমেন্ট, MATT, Disaster Management, Population & Reproductive Issues ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বিদেশে MATT-Stage-2 এবং Sustainable Development বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৯টি (৩টি কাব্য, ১৩টি ছোটগল্প এবং ১৩টি সম্পাদিত)। এছাড়া, পত্র-পত্রিকা/সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা কম-বেশি দু'শটি। ছয় মাসের সাহিত্য-পত্র অরণির উপদেষ্টা সম্পাদক।

তিনি বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও সূর্যসেন হলের এবং প্লানিং একাডেমি ও ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটির (ইউকে) অ্যালামনাই; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও লাইফ এলামনাই। এছাড়া, ঢাকা অফিসার্স ক্লাব ও উত্তরা অফিসার্স ক্লাবেরও সদস্য তিনি। তিনি আজিমপুর গভ. এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে কয়েক বছরে ধরে দায়িত্ব পালন করছেন। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিরও জীবন সদস্য।

তিনি ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, তুরস্ক ও বেলারুশ সরকারি কাজে এবং প্রশিক্ষণের জন্য ভ্রমণ করেছেন। এছাড়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালী ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং এক-পুত্র, এক-কন্যার জনক। তিনি একজন সঙ্গীতপ্রেমি–পঞ্চকবির গান ছাড়াও ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একনিষ্ঠ ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের সবগুলো গান তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এছাড়া, পঠনে প্রায় সর্বভুক। আবৃত্তিও তাঁর প্রিয় বিষয়।